Journalism and Mass Communication Honours Course

Semester 2

Course code: JORACOR03T

CC3: Reporting and Editing of Print media

Principles of Editing

সংবাদ সংগ্রহ ও লেখার পর সংবাদ কে মুদ্রণ যোগ্য করে তুলতে হয়। কোনো সংবাদ কপি ই প্রাথমিক স্তরে সঠিক আয়তন সমেত মুদ্রণের উপযোগী থাকে না। সম্পাদনার মধ্যে দিয়ে সংবাদ কপি টি তার প্রকৃত রূপ পায়। একজন সম্পাদক বাক্য বিন্যাসের পরিবর্তন করে এবং বাক্যে কোনো ত্রুটি থাকলে তা সংশোধন করে পরিমার্জন করেন এবং হেডলাইন বা শিরোনাম বসিয়ে কতখানি ছাপা হবে আর আয়তন ঠিক করে একটি কপি কে ছাপার যোগ্য করে তোলেন। আর এই কাজটি কেই বলা হোয় সম্পাদনা। ইন্ডিয়ান ইনসটিটিউট অফ মাস কমিউনিকেশন এর নিউজ এজেন্সি মানুয়াল এ সম্পাদনা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে " Editing is a process of improving reports- making them easily comprehensible and livelierand removing possible inaccuracies." এক কথায় বলা যায় প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করে একটি লেখাকে পাঠকের রুচি পছন্দমত এবং সহজবোধ্য ভাবে পরিবেশন করাই হলো সম্পাদনা।

সংবাদ করা ও লেখার অথবা তার সম্পাদনার সময় রিপোর্টার বা প্রতিবেদক অথবা যা প্রথম মনে রাখেন তা হলো সংবাদের চার স্তম্ভের কথা। এই চারটি স্তম্ভ হলো যথার্থতা, উৎসাহব্যঞ্জক, সময়ানুবর্তিতা এবং ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ।

যথার্থতা: সংবাদ তখনই যথার্থ হবে যখন তা পুরোপুরি ঘটনা নির্ভর হবে। ঘটনাই সেখানে প্রাধান্য পাবে, যাতে পাঠক পুরো ব্যাপারটি বুঝে উঠতে পারেন এবং সংবাদ টির উপর কোনো সন্দেহ না জাগে।

উৎসাহব্যঞ্জক: সংবাদ করা ও তার বাছাই করার বিষয়ে উৎসাহব্যঞ্জক ব্যাপারটি ও দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জনগন কে উৎসাহ প্রদান করে এমন বিষয় সংবাদে দেওয়া প্রয়োজন। কারণ জনগন সবসময়ই এমন খবর পেতেই উৎসাহী হন যা তাদের উৎসাহ দেয়।

সময়ানুবর্তিতা: জনগন সব সময়ই সময়ের খবর সময়েই পেতে আগ্রহী। খবরের ক্ষেত্রে সময়োপযোগীতা হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা দেরি হলে ই খবরের মৃত্যু হয়। সংবাদ করতে হয় সময়েই তাৎক্ষণিক ক্ষিপ্রতায়।

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ: খবর করার ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ বিষয়টিও তুচ্ছ নয়। পাঠকের স্বার্থেই সংবাদের বিশদ দিক তুলে ধরা দরকার। তাতে পাঠক তৃপ্ত হয়। তবে তা যেন বর্ণনাপ্রধান না হয় তাও দেখা

দরকার। সংবাদ লেখক এবং সম্পাদনা বিভাগের কর্মীদের তার দিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। সম্পাদনার মান যেন অক্ষুন্ন থাকে সব লেখায় তাও দেখার বিষয়।

সংবাদ লেখার ক্ষেত্রে যেমন বৈজ্ঞানিক নিয়ম নীতি রয়েছে তেমনি সংবাদ পরিবেশন রিতিও রীতিমতো এক ব্যবহারিক বিজ্ঞান। প্রত্যেক কাগজের রিপোর্টার বা প্রতিবেদক এবং সাব এডিটর দের একথা মনে রাখতে হবে। রীতিনীতি গুলিও তেমনি মেনে চলতে হয়। সম্পাদনার ক্ষেত্রে এই বিষয়টি আরো বেশি করে প্রয়োজনীয়। না হলে খবর তার গতি হারিয়ে, মূল্য হারিয়ে, মান হারিয়ে এক সাধারণ লেখায় পরিণত হবে। পাঠকের বিরক্তি তাতে বেড়ে যায়। তাই সংবাদ লেখাই হক বা সম্পাদনা উভয়ক্ষেত্রেই সংবাদে কিছু ধারণাগত দিক মেনে চলতেই হয়। অর্থাৎ একটি সংবাদ কাহিনীকে পূর্ণাঙ্গরূপে মুদ্রণের উপযোগী করে তুলতে হলে সম্পাদনার কতগুলি নিয়মনীতি মেনে চলা অবশ্যই কর্তব্য। নীতি গুলি হলো:

সীমিত জায়গা: কোনো একটি সংবাদ কাহিনীকে জায়গা দেওয়া কোনো সংবাদপত্রের পক্ষেই সম্ভব নয়। প্রত্যেক সংবাদ কাহিনীর জন্যেই সংবাদপত্রে একটি নির্দিষ্ট ও সীমিত জায়গা বরাদ্দ থাকে। তাই কোনো সংবাদ কাহিনীর আয়তন কে অহেতুক বড় করা চলবে না। প্রয়োজনে কেটে ছোট করতে হবে। এর জন্যই প্রয়োজন আইপি বা ইনভার্টেড পিরামিড স্টাইল এ সংবাদ রচনা করা। যাতে প্রয়োজনে নিচের কম গুরুত্বপূর্ণ অংশ কেটে ছোট করা যায়।

পুনরাবৃত্তি নয়: সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে সংবাদ কাহিনী তে একই তথ্যের পুনরাবৃত্তি না হয়। সংবাদ সর্বদা সংক্ষিপ্ত এবং যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই লিখতে হবে। একই তথ্যের বারবার উল্লেখ করে সংবাদ কে অহেতুক বিস্তারিত করলে চলবেনা। সংবাদ সম্পাদনার সময় তথ্যের পুনরাবৃত্তি দেখলে দ্রুত তা কেটে বাদ দিয়ে সংবাদ কে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত এবং সুগঠিত করতে হবে।

বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণ মুখী প্রতিবেদন: প্রতিবেদন যেন কখনোই পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে না পরে। কেবলমাত্র যা ঘটেছে তাই লিখতে হবে। সম্পাদনার সময় মনে রাখতে হবে সংবাদ প্রতিবেদনে যেন প্রতিবেদকের নিজস্ব মতামত প্রতিফলন না ঘটে। যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষতা বজায় রেখে সংবাদ কাহিনী কে লিখতে হবে। অডিও ভিজ্যুাল মিডিয়ার যুগে সংবাদপত্র কে প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকার জন্য বিশ্লেষণ মুখী প্রতিবেদনের আধিক্য বাড়াতে হবে। রেডিও টেলিভিশনে যতই খবর শোনা বা দেখা হোক না কেনো সংবাদের অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের জন্য মানুষ এখনও সংবাদপত্রের দ্বারস্ত হন। তাই সম্পাদনার সময় সংবাদপত্রের বস্তুনিষ্ঠতা বজায় থাকছে কিনা এবং ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ যথাযথ হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে নজর দিতে হয়।

বানান ও ব্যাকরণগত ত্রুটি সংশোধন: সম্পাদনার প্রথম ও প্রাথমিক স্তর ই হলো সংবাদ কপি খুঁটিয়ে পড়া। দেখতে হয় যাতে কোনো ভুলভ্রান্তি না থাকে। এই ভুল ব্যাকরণগত হতে পারে। তথ্যগত বা বানান

গত ত্রুটি হতে পারে। যে ধরনেরই হক ন কেনো কপি তে কোনো ভুল থাকলে সেই ভুল চোখ এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। বরং সেই ভুল সংশোধন করা সম্পাদকের অবশ্য কর্তব্য।

ভাষা, অনুচ্ছেদ ও গঠনগত সচেতনতা: সংবাদ কপিতে ভাষার প্রয়োগ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। সংবাদ কপি রচনা রীতির সঙ্গে সংবাদপত্রের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য জুড়ে থাকে। প্রত্যেক সংবাদপত্রের ই একটি নিজস্ব স্টাইল বুক থাকে। সংবাদপত্রের প্রচলিত স্টাইলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ই সংবাদ কপি টির পরিবর্তন করতে হবে। সম্পাদনার ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে সংবাদ কপি টি যেন বরাবর অনুচ্ছেদে লেখা হয়। সংবাদের ইন্ট্রো, বডি কপি ও উপসংহার যেন সুগঠিত হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে।

প্রুফ সংশোধনে সতর্কতা: প্রুফ রিডিং এর প্রধান কাজ ই হলো পাণ্ডুলিপি এবং মুদ্রিত বিষয়ের মধ্যে সমতা সুনিশ্চিত করা। এই কারণে সংবাদপত্রের সুবিধার জন্য একজন ভাষায় সুদক্ষ, মানহানিকর বিবৃতি সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ক প্রুফ রিডার নিয়োগ করা দরকার। সংবাদপত্রের সুনাম বজায় রাখার জন্য যথার্থ প্রুফ রিডিং জরুরি। সংবাদ সম্পাদনার ক্ষেত্রে প্রুফ রিডিং নিতান্তই প্রয়োজনীয়। একজন যোগ্য প্রুফ রিডার ই পারেন নিউজ ডেস্ক এর ভুল ধরিয়ে দিতে।

বিশ্বাসযোগ্যতা ও সংবাদপত্রের নীতি অনুসরণ: যে কোনো সংবাদ কাহিনী সম্পাদনার সময় তার সত্যতা যাচাই করে নেওয়া বিশেষ জরুরি। সত্য সংবাদ মুদ্রিত হয়েছে কিনা তার ওপর নির্ভর করে সংবাদপত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা। ভুল খবর প্রকাশিত হলে সংবাদপত্রের সুনাম ক্ষুণ্ণ হয়। এছাড়াও সম্পাদনার সময় অপর একটি বিষয় মনে রাখতে হয় তা হলো সংবাদপত্রের নীতি। প্রত্যেক সংবাদপত্রের ই একটি সম্পাদকীয় নীতি থাকে। সংবাদ কাহিনী লেখার সময় এই সম্পাদকীয় নীতি অনুসরণ করতে হয়। সম্পাদকীয় নিতিবিরোধী সংবাদ যাতে ন প্রকাশিত হয়, সম্পাদনার সময় তা মনে রাখতে হয়।